টোকিও

প্রাণ পড়ে স্বদেশের তরে

প্রবাসে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। সঠিক পরিচর্যা দিতে পারলে তারাই যাবে শীর্ষে... লিখেছেন **রাহমান মনি**

প্রবাসে থাকাকালীন নিজের দেশের কাককে দেখলেও ভালো লাগে। যদিও বোঝার উপায় নেই এটি কোন দেশের কাক। গত ১ আগস্ট জাপানি (Asahi Primary News) পত্রিকায় চোখ বুলাতেই মনটা ভরে যায়। একেবারে প্রথম পাতায় বাংলা অক্ষরে 'আমি কখনো গ্রামের বাজার দেখিনি, একবার গ্রামে গিয়ে বাজার দেখতে গিয়েছিলাম, আমার খুব ভালো লাগছিল।' প্রথমে ভাবতেই পারিনি জাপানিজ পত্রিকায় বাংলা লেখা। তাও আবার ছাপার অক্ষরে নয়, একেবারে হাতের লেখা। ১১ বছর বয়সী নাবিলা নওশিন রফিকের লেখা এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর তুলিতে গ্রাম্য বাজারের আঁকা ছবি দেখে সত্যিই বিস্মিত হই। পুরো ঘটনা জানতে পারি যে, ৮ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত কানাগাওয়া প্রিফেকচারের ইউকোহামা সিটি (যেখানে কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল) ল্যান্ডমার্ক হলের পঞ্চম তলায় এর প্রদর্শনী হবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উপলক্ষে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত (৬ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত) হওয়ার জন্য এবং সচিত্র দিনপঞ্জির মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরার জন্য আহ্বান করা হয়। এতে এশিয়ার বাইশটি দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছেলেমেয়ে অংশ নেয়। প্রত্যেককে একটি দিনের কার্যক্রম পাঁচটি ছবির (বর্ণনাসহ) মাধ্যমে তুলে ধরতে বলা হয়। তন্মধ্যে ২২০ জনের ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

বাংলাদেশী পোশাকে দুই জাপানী শিশু

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশীদের আঁকা ছবি

নিজ সন্তানদের নিয়ে ছুটে যাই প্রদর্শনীতে। ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম থেকে সাজানোতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান সর্ব প্রথমে। স্থান যেমন প্রথমে ছিলো, তেমনি মানের দিকে থেকেও কোনো অংশে কম ছিলো না।

বাচ্চারা যখন লুঙ্গি পরে, শাড়ি পরে বাঁশি বাজাচ্ছিলো, VTR-এ যখন নাবিলার সাক্ষাৎসহ বাংলাদেশের সংস্কৃতি দেখাচ্ছিলো, হল জুড়ে যখন অডিওতে বাংলাদেশের পুরনো দিনের জনপ্রিয় গানের সুর বাজছিল তখন মনে হয়নি যে আমি বাংলাদেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে আছি। মনে হচ্ছিল এ যেন বাংলাদেশেরই কোনো হলে অথবা মেলায় আছি।

সব সময় জাপানিজ পত্রিকায় যেখানে বাংলাদেশের বন্যা, দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে লজ্জাজনক ব্যর্থতার কথা ফলাও করে ছাপা হয়ে থাকে, সেখানে বাংলাদেশী ক্ষুদে শিল্পীদের অঙ্কন এবং সাফল্য সত্যি আমাদের আশার আলো দেখায়।

Tokyo-Japan

সিউল

কবে ফিরবো দেশে

হ্যালো! কে মা? হ্যাঁ বাবা আমি। মা তুমি কেমন আছো? আব্বা কেমন আছে? আমরা সবাই ভালো। তুমি কেমন আছো? শুনলাম পায়ে নাকি ব্যথা পেয়েছো? হ্যাঁ একটু পেয়েছিলাম, এখন অনেক আরাম হয়েছে। খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে তোমার তাই না বাবা? না তেমন কষ্ট না। এই যে তোমার সঙ্গে এতোদিন পর কথা বলছি তাই সব কষ্ট জমে থাকলেও ঠিক এই দিনে ভুলে যাই যখন তোমার সঙ্গে কথা হয়। সব কষ্টই যেন চিতার বেগে পালিয়ে যায়। আসলে কি তাই? মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আর খুশি করার জন্যই এই অপ্রিয় মিথ্যগুলো বলা। আসলে আমার মনে যে কি কষ্ট দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছে তা শুধু আমিই বুঝতে পারি। মানুষের দৈহিক ছোটখাটো কষ্টগুলো সামলানো গেলেও মনের কষ্ট সামলানো দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সহজে একে সারানো যায় না। এ এক দুর্দম মাইলস্টোনের মতো হৃদয়ের কোঠায় স্থির হয়ে বসে থাকে। আর নীরবে শুধু স্মৃতিগুলোকে উল্টাতে থাকে।

আজ ৬টি বছর পার হয়ে গেছে এই প্রবাসে। টাকার জন্য কোনো একদিন পাড়ি জমিয়েছিলাম এই সুদূর পাথরে গড়া পাহাড়ের দেশ কোরিয়াতে। তখন একটাই স্বপ্ন আর বাসনা ছিলো— টাকা দিয়ে সুখ কিনে বাড়ি ফিরবো। বাড়ির বড় ছেলে বিধায় সবার আগে কাউকে বাহুতে জড়াবো। কিন্তু আহা একি! হায় আশা মায়াবিনী! হায় আশা কুহকিনী! দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলে যখন চৈতন্য ফিরে পেলাম, তখন ওপাশ থেকে মা শুধু বলছে, হ্যালো আমাকে শুনতে পারছো না বাবা? আমি বললাম, হ্যাঁ পারছি। তোমার আব্বা তো আরো কিছুদিন থেকে আসতে বলে। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলেছি। কারণ এই বাক্যটা আমার অনেকবার শোনা। কথার সঙ্গে কথা মিলে যাওয়ায় মা এবং আমি বেশ কিছুক্ষণ হেসে তারপর ফোনে বিদায় নিলাম।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া

ব্রে সি য়া

সাবাস বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে এক নম্বর। এই কলঙ্ক যতোদিন না ঘুচবে ততোদিন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়

অবশেষে ৭৬ ভোটের ব্যবধানে (পক্ষে ২৭৯ এবং বিপক্ষে ২০৩ ভোট) সেই বিতর্কিত ইমিগ্রেশন বিলটি ইটালির সংসদের নিম্ন কক্ষে পাস হলো গত ৪ জুন। সংসদের উচ্চ কক্ষ আর রাষ্ট্রপতির টেবিল হয়ে অচিরেই এটা আইনে পরিণত হবে। একজন বৈধ অভিবাসীর কোনো কারণে কাজ চলে যাবার ছয় মাসের মাথায় সে ইটালিতে অবৈধ বলে গণ্য হবে। ৬৫ বছর বয়সের পূর্বে কোনো প্রবাসী ইটালি ছেড়ে নিজ দেশে চলে গেলে সে পেনশনের টাকা নিয়ে যেতে পারবে না। এই ধরনের ১০টি কঠিন কঠিন শর্ত সংবলিত আইন প্রস্তাবটি প্রবাসীদের মিটিং, মিছিল, সচেতন নাগরিকদের প্রতিবাদ সভা সর্বোপরি বিরোধী সাংসদদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পাস হল। প্রবাসীরা পরবর্তী পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারকে তার কিছু কিছু বিভাগ, দপ্তর থেকে দুর্নীতি হটিয়ে তা সংস্কার করার কথা বলেছে সাহায্যদানের পূর্বশর্ত হিসেবে। ঐ সকল দপ্তরগুলোর মধ্যে একটি হল Securities Exchange Commission. আমি আশ্চর্য হই দাতাদের বিচক্ষণতা দেখে। এমন মোক্ষম জায়গায়ও তারা নজর রাখে তাহলে। বাংলাদেশের উল্লিখিত দপ্তরটির কার্যকলাপে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গ যে পথের ফকির হয়ে গেছে তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। পশ্চিমা দেশে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে Exchange Commission সহযোগিতা করে আর আমাদের দেশে তার উল্টোটা। বাংলাদেশের ঐ দপ্তরটিকে শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অসম্মান করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই SEC'র কার্যকলাপে এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি আর তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ কিভাবে পথের ফকির হয়ে গেছে। একটি প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিক তার কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কারার জন্য SEC'র সকল শর্ত পূরণ করে ঐ দপ্তরে দরখাস্ত জমা দেয়। এই তো শুরু হলো দৌড়। ঐ দপ্তর থেকে আজ বলে এই কাগজ ঠিক নয়। সেটা নির্দেশ মত ঠিক করে দেয়ার পর বলে prospectus বদলাতে হবে। ওটা বদলিয়ে জমা দেয়ার পর বলে অমুক পরিচালকের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন, কারণ আপনার ফাইল তার টেবিলে। এইভাবে নানান তাল বাহানায় প্রায় দু'বছর গত হয়ে গেল। SEC'র দারোয়ান থেকে চেয়ারম্যান পর্যন্ত সবার সঙ্গে বার বার সৌজন্য বিনিময় করতে করতে প্রাইভেট কোম্পানির মূলধনে টান পড়ে। আস্তে আস্তে এটা বন্ধ হওয়ার চূড়ান্ত সীমায় পৌছে। একদিন হঠাৎ কোম্পানির চেয়ারম্যানের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ভদ্রলোক কোনো রকমে বেঁচে গেলেন। তবে কোম্পানির শেয়ার বের করতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে কপর্দকশূন্য হাতে পরিবার পরিজন ফেলে তাকে বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানে দুর্নীতি সেখানে ২/১ জায়গায় সংস্কার করতে বলে দাতারা পুরো প্রশাসনে কতোটুকু স্বচ্ছতা আনতে পারবে? তার পরেও মন্দের ভালো– এতে সামান্য কিছুও যদি হয় তাই বা কম কি।

Al-Mamun, VIA- Montello-35, 25100 Breseia, Italy

টো কি ও

গ্রীষ্মের মজা

জাপানে এখন গ্রীষ্ম উৎসব চলছে। বিভিন্ন পার্বণে এখানে উৎসবের মতো হয়

ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাগরিক জীবনের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে এখানকার সরকার। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ। এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকে। ভ্রমণ, চিত্ত বিনোদন প্রভৃতির ব্যস্ততা বেড়ে যায়, আর এসবের আয়োজন করে থাকে সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। গ্রীষ্মের আনন্দ-উল্লাসের উল্লেখযোগ্য একটি হলো পুলে সাঁতার কাটা। জাপানের সাধারণ পানি খুব ঠাণ্ডা বলে সাধারণ অবস্থায় এই পানি গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। তাই এই সময় পৌর কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বড় বড় ফিটনেস ক্লাব ও সুইমিংপুলে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া এই সময় প্রাইমারি ও জুনিয়র হাই স্কুলের সুইমিংপুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকদের সাঁতারের ব্যবস্থা আছে। সুন্দর পরিকল্পনায় কৃত্রিম বনরাজিতে পরিবেষ্টিত পরিবেশে হেয়োজিমা সুইমিংপুল তৈরি করা হয়েছে। এখানে ৪টি সুইমিংপুল আছে। ১টি পুল ৫০ মিটারের বড়দের জন্য, বাকি ৩টি ২৫ মিটারের বাচ্চাদের জন্য। এখানে দু'টি শিফটে সাঁতারের ব্যবস্থা আছে। সকাল ৯.৩০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত প্রথম শিফট এবং বিকেল ১.১৫ থেকে ৪.১৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট। বড়দের জন্য ৩৮০ ইয়েন এবং ছোটদের জন্য ১০০ ইয়েন টিকিটের ব্যবস্থা আছে। ভূমিকম্পের দেশ বলে এখানকার বাড়িঘর অধিকাংশই কাঠ আর কাগজ দিয়ে তৈরি। বাড়িতে বাচ্চাদের খেলার পরিবেশ নেই বললেই চলে। ফলে স্কুল বন্ধ থাকে বলে বাচ্চাদের বাইরে আনাগোনা বেড়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই এদের সাইকেল চালানোর শিক্ষা দেয়া হয়। তাই এই দীর্ঘ ছুটির সময় রাস্তায় সাইকেল নিয়ে অনেক ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপ দেখা যায়।

রা: নীলিমা, টোকিও, জাপান

হেয়া জিমা সাঁতার কাটছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

সুইমিংপুলে সাঁতারে মেতেছে জাপানী শিশুরা

ভি ।সে ।ন্সা

কঠোর অভিবাসন আইন

ইটালি ক্রমেই বিদেশীদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে, বৈধদেরও নানা নিয়মে শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে

প্রাচীন সভ্যতার দেশ ইটালিতে প্রায় কয়েক লাখ বিভিন্ন দেশের অধিবাসী বসবাস করছে। বিগত কয়েক বছরে অবৈধদের বৈধ করে নেয়া হয়। অবৈধদের বৈধ করার পরিবর্তে বৈধ অধিবাসীদের জন্য বর্তমান সরকার কঠোর আইন করে যাচ্ছে। বর্তমানে যারা বৈধ তাদের জন্য এখানে থাকাটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। অবৈধদের সীমিতভাবে (Domestic) বাসাবাড়ির কাজে বৈধ করার সুযোগ দিলেও নিয়মগুলো খুব কঠিন করা হয়েছে। বৈধদের জন্য বর্তমানে যেসব কঠিন আইন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- (ক) যার কাজ আছে অথচ মালিক ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় তাকে কাজ থেকে বাদ দিতে পারবে। (খ) কোনো অবস্থাতেই ২ বছরের বেশি Stay permision নবায়ন করা হবে না। (গ) কাজ না থাকলে নবায়ন হবে না, আর কাজের চুক্তির সময়সীমার ওপর ভিত্তি করে নবায়ন করা হবে। (ঘ) মা-বাবার ইমিগ্রেশন বন্ধ করা হচ্ছে। (ঙ) যেকোনো মালিককে আগে ইটালিয়ান শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। যদি ইটালিয়ানরা কাজ না করে তাহলে বিদেশীদের নিয়োগ দিতে পারবে। (চ) বিদেশীদের আটক রাখার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন করা হচ্ছে। এসব আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাসহ বিদেশীরা সভা, মিছিল করে যাচ্ছে। কারণ অভিবাসন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া। এখন অপেক্ষার পালা ফলাফল কি হয়।

মানিক চৌধুরী, ভিসেন্সা, ইটালি

সি ।ঙ্গা ।পু ।র

একটি দুপুর

ফ্রি সেক্স মানেই উন্মুক্ত যৌনাচার নয়। কখনো হয়তো বয়সের কারণেও শালীনতাবোধ লোপ পায়

দিনটি ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এই দিনেই আমরা বন্ধুরা একত্রিত হই। আমি, আল-আমিন, কুদ্দুস ৩ জন মিলে মাসুমের কাজের স্থানে হাজির হলাম। একটু পরেই মাসুম ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। এদিকে মাসুম সবেমাত্র একটা নতুন বাসায় উঠেছে। বাসার মালিকের প্রথম শর্ত কোনো প্রকার অতিথি আনা যাবে না। সুতরাং তার বাসায় লাঞ্চ হবে না। হঠাৎ মাসুম বলে উঠল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। রান্না হবে আমার বাসায় কিন্তু খাওয়া হবে পার্কে। আমরাও সম্মতি জানালাম। মাসুম তার রুমমেটকে ফোনে জানিয়ে দিল একটু বেশি করে রান্না করো ২/৩ জন মেহমান আছে। ওদের বাসার কাছেই বিশাল পার্ক। একান্ত গ্রাম্য পরিবেশ। প্রচুর গাছগাছালি। পাখিদের কোলাহল ১০/১৫ গজ পর পর বসার বেঞ্চ। অলস দুপুরে বহু প্রেমিক-প্রেমিকা বিভিন্ন বেঞ্চে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্পগুজব করছে। আমরা একটা বড় গাছের নিচে বেঞ্চে বসে কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে আলোচনা করছি। এর মধ্যেই মাসুম খাবার নিয়ে হাজির। বিভিন্ন পদের দেশী খাবার। কি একটা কাজে আমিন একটু দূরে ঝোপের কাছে যেতেই আবিষ্কার করল এক জঘন্য দৃশ্য। আমাদের থেকে ২০/২৫ গজ দূরে দু'জন বেহায়া নারী-পুরুষ জঘন্য কাজে লিপ্ত। দু'জনই যথেষ্ট বয়স্ক নারী-পুরুষ। দু'জন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় আদিম প্রবৃত্তিতে মেতে উঠেছে। অনেকেই এ দৃশ্য দেখে লজ্জায় মুখ লুকাচ্ছে। কিন্তু ওরা দু'জন নির্বিকার। তারা হয়তো মনে মনে ভাবছে, তোমরা যারা দেখবে তারাই লজ্জা পাবে। আমাদের কিছু হবে না।

Lokman, Blk 1072 Eunos Ave 5
 # 01-174, Singapore